খৃষ্ট।

১ অধ্যায়।

ইহুদি প্রদেশে জন্মিলা "জোসেফ",
ভার্য্যা "মেরী" শুদ্ধমতী।
স্বামীর সহিত না হ'তে মিলন,
হইলেন পুত্রবতী।
ন্যায় পরায়ণ জোসেফ তখন
চিন্তিলেন মনে মনে,
লোক কলঙ্কিনী না করি তাঁহাকে
বর্জ্জিবেন সঙ্গোপনে।
এমন সময়ে ঈশ্বরের দূত
কহিল স্বপনে তাঁয়—
"করিওনা ভয় করিতে গ্রহণ
জোসেফ তব ভার্য্যায়।

পরমাত্মা জাত হবে পুত্র তাঁর,
রেখো তাঁর যিশু নাম,
মানব সকল পাপ হতে তিনি
করিবেন পরিত্রাণ।”

জাগিলা জোসেফ, পালিলা দূতাজ্ঞা,
নিলা ভার্য্যা পুণ্যবান।
গেলা বেত্‌লেহেম নগরে সভার্য্য
করিতে রাজস্ব দান।
দীন সূত্রধর,— মিলিলনা স্থান
পান্থশালে তথাকার।
অশ্বশালে তবে রহিলা দুজন,
জন্মিল তথা কুমার।
সূতিকা-বসনে করিয়া জড়িত,
জননী সদ্য কুমার
রাখিলা অশ্বের আহার পাত্রেতে,
মিলিলনা স্থান আর।
ছিল সে নিশিতে মেষের প্রহরী
যথায় রাখালগণ,
আসি স্বর্গ দূত ঝলসি গগণ,
ঘোষিলা খৃষ্ট জনম।

ঈশ্বরের গুণ গাইল আনন্দে,
বহু স্বর্গ দূত মিলিয়া সকল,—
"স্বর্গে ঈশ্বরের অত্যুচ্চ গৌরব,
ধরাতলে শান্তি, মানবে মঙ্গল।"
মেষপালগণ জনক জননী
করিল শিশু দর্শন
সেই অশ্বশালে; কহিল সকলে
করেছে যাহা শ্রবণ।
ঈশ্বরের গুণ গৌরব গাইয়া
গেল চলি নিজ স্থান,
অষ্টম দিবসে, জোসেফ শিশুর
রাখিলেন যিশুনাম।

---

২ অধ্যায়।

ইহুদী প্রদেশে হিরডের রাজ্যে
করিলে জন্ম গ্রহণ
এইরূপে যিশু; পূর্ব্বদিক হ'তে
দেখ! আসি জ্ঞানীগণ
কহিলা—"কোথায় ইহুদীর রাজা
জন্মিলেন যেই জন?

আসিনু পূজিতে, পূর্ব্বদিকে তাঁর
নক্ষত্র করি দর্শন।”
শুনিয়া হিরড হইলেন ভীত,
ভীত নাগরিকগণ,
ডাকি পুরোহিত জিজ্ঞাসিল—“কোথা
লভিবে খৃষ্ট জনম?”
“বেত্‌লিহেম্ গ্রামে”— কহিল তাহারা—
“রয়েছে শাস্ত্রে লিখিত।”
জিজ্ঞাসিলা রাজা জ্ঞানীদেরে,—“কবে
হইল তারা লক্ষিত?”
সেই নগরেতে প্রেরিয়া তাদেরে
কহিলা নৃপতি সবে—
“অন্বেষিয়া শিশু পাইলে, আসিও,
আমিও পূজিব তবে।”
চলিল তাহারা; চলিল সে তারা
করি পথ প্রদর্শিত,
রহে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া যথা
ছিল শিশু বিরাজিত।
দেখি তারা স্থির, আনন্দে অধীর
হইল সে জ্ঞানীগণ।

প্রবেশিয়া গৃহে মাতার সহিত
করিল শিশু দর্শন।
হইয়া প্রণত পূজিল তাঁহাকে,
খুলিয়া রত্ন ভাণ্ডার
করিল অর্পণ স্বর্ণ, সুসৌরভ,
নানাবিধ উপহার।
ঈশ্বর-আদিষ্ট হইয়া স্বপনে
না যাইয়া পুনর্ব্বার
হিরডের কাছে, গেল অন্য পথে
দেশে চলি আপনার।
কহিল জোসেফে স্বপনে তখন
ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ—
"উঠ, লও শিশু, পালাও মিশরে,
তাহার জননী সহ।
থাকিবে তথায়, যাবত আদেশ
না আনি দ্বিতীয় আর।
খুঁজিবে শিশুকে নৃপতি হিরড
করিতে বিনাশ তার।"
উঠিয়া জোসেফ পলাল নিশীথে
প্রসূতি শিশু সহিত।

রহিল তথায়, যত দিন রাজা
হিরড ছিল জীবিত।
হিরড যখন দেখিল জ্ঞানীরা
করিয়াছে উপহাস।
করিল রাগান্ধ, দুই বছরের
অনধিক শিশু নাশ।
মরিলে হিরড, স্বপ্নে স্বর্গদূত
আদেশিলে পুনর্ব্বার,
আসিল জোসেফ লয়ে পত্নী পুত্র
দেশে ফিরি আপনার।
শুনিল যখন হিরডের পুত্র
হইয়াছে অধিপতি,
গেলিলি প্রদেশে, "নেজারত" গ্রামে
করিল ভয়ে বসতি।

---

৩ অধ্যায়।

জুডিয়ার বনে দীক্ষা গুরু 'জন'
হয়ে তবে উপনীত।
করিলা প্রচার— "কর অনুতাপ,
স্বর্গ রাজ্য উপস্থিত"।

উষ্ট্র লোমে তাঁর নির্ম্মিত বসন ;
চর্ম্ম কটিবন্ধ আর
আছিল কটিতে ; পঙ্গপাল, মধু,
ঋষির ছিল আহার।
'জেরিউজিলাম', সমস্ত 'জুডিয়া',
সমস্ত 'জর্ডান' বাসী,
হইল দীক্ষিত "জর্ডানের" জলে,
নিবেদিয়া পাপ রাশি।

যবে বহুতর ভণ্ড ধর্ম্মচারী
আসিল হ'তে দীক্ষিত,
কহিলেন জন— "ভুজঙ্গের বংশ !
কে করিল সতর্কিত,
ভাবী-ক্রোধানল হইতে এরূপে
করিতে রে পলায়ন ?
দেখি, অনুতাপ- উপযোগী ফল
কর সবে প্রদর্শন।
'এব্রাহেমের সন্তান আমরা'—
ভেবো না মনে কখন।
পারেন ঈশ্বর সৃজিতে প্রস্তরে
এব্রাহেম সুতগণ।

সকল বৃক্ষের মূলেতে কুঠার
হইয়াছে নিপতিত,
কুফল পাদপ হতেছে কর্ত্তিত,
অনলেতে নিক্ষেপিত।
সলিল সহায়ে, অনুতাপে আমি
করিতেছি দীক্ষাদান,
আমার পশ্চাতে আসিছেন যিনি—
তিনি মহা শক্তিমান,
নহি যোগ্য আমি করিতে বহন
চরণ পাদুকা তাঁর,—
করিবেন তিনি অনলে দীক্ষিত,
পবিত্র আত্মায় আর।
হস্তে কুলা, ভূমি করি পরিষ্কার,
তুলি শস্য শস্যাগারে,
পোড়াবেন তুষ, অনির্ব্বাণ অগ্নি
জ্বালাইয়া এ সংসারে।"
গেলিলি হইতে আসিলেন যিশু
দীক্ষাতরে, কহে 'জন'—
"তুমি কি আসিলে আমার নিকট?
আমি তব শিষ্যোপম।"

উত্তরিলা যিশু— "এরূপে উভয়
করিব ধর্ম্ম সাধন।"
হইয়া দীক্ষিত সলিল হইতে
উঠিলেন যেই ক্ষণ,
খুলিল ত্রিদিব, কপোতের মত
পরমাত্মা এল নামি;
হ'লো দৈববাণী— "প্রিয় পুত্র এই,
যাহে অতি প্রীত আমি।"

---

৪ অধ্যায়।

প্রেরিলেন পরমাত্মা যিশুরে তখন
মহারণ্যে, পাপহস্তে পরীক্ষা কারণ।
চল্লিশ দিবস নিশি করি অনাহার
হইলে ক্ষুধিত, কহে পাপ-অবতার—
"ঈশ্বরের পুত্র যদি তুমি, আজ্ঞা কর
হউক উপল রাশি রুটি মনোহর।"
উত্তরিলা যিশু "নহে রুটিতে কেবল,
ঈশ্বরের বাক্যে নর বাঁচিবে সকল।"
তখন পাপিষ্ঠ তাঁকে করিয়া উত্থিত,
করি এক মন্দিরের চূড়ায় স্থাপিত,

হাসি দুরাচার তবে কহে কুতূহলে—
"ঈশ্বরের পুত্র যদি, পড় ভূমিতলে!"
উত্তরিলা যিশু স্থির—"প্রভু তিনি তব,
নাহি লবে ঈশ্বরের পরীক্ষা মানব!"
অতি উচ্চ শৈল শৃঙ্গে তুলি পুনর্ব্বার,
দেখাইয়া ধরারাজ্য, গৌরব তাহার,
কহে—"এ সকল রাজ্য অর্পিব তোমায়
কর যদি পূজা মম পড়িয়া ধরায়।"
যিশু উত্তরিলা—"দূর হও, দুরাচার!
ঈশ্বর—ঈশ্বর মাত্র উপাস্য আমার।"
চলি গেল সয়তান, স্বর্গ দূতগণ
আসিয়া করিল তাঁর মহিমা কীর্ত্তন।
যখন শুনিলা যিশু কারারুদ্ধ 'জন'
চলি গেলা গেলিলিতে বিষাদিত মন।
ছাড়ি 'নেজারত' গেলা সমুদ্রের তীর।
অন্ধকারে ছিল যারা, ভেদিয়া তিমির
দেখিল আলোক রাশি; হইল সঞ্চার
আলোক মৃত্যুর রাজ্যে, ছায়াতে তাহার।
করিলেন একত্রিংশ বর্ষে প্রচারিত—
"কর অনুতাপ; স্বর্গ রাজ্য উপস্থিত।"

বেড়াইতে সিন্ধুতীরে 'এণ্ড্রু' ও 'পিটার'
দেখিলা দুভাই জাল করিছে বিস্তার।
কহিলা—"পশ্চাতে মম এস ভ্রাতৃদ্বয়;
নর-মৎস্যধারী আমি করিব নিশ্চয়।"
চলিল পশ্চাতে তারা, 'জেম্‌স্‌' আর 'জন'
আরো দুই জাল-জীবী মিলিল তেমন।
ভ্রমিতে লাগিলা তবে গেলিলি নগরে
ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া প্রতি ধর্ম্ম-ঘরে,
ধরাতলে স্বর্গ রাজ্য করিয়া প্রচার,
আরোগ্য করিয়া রোগ বিবিধপ্রকার।
দেশ দেশান্তর হতে আসিতে লাগিল
কত রোগী, কত লোক পশ্চাতে ছুটিল।

---

৫ অধ্যায়।

দেখি লোকারণ্য যিশু, করিয়া গমন
করিলেন এক উচ্চ গিরি আরোহন।
তথায় খুলিয়া মুখ, বসিয়া নির্জ্জনে,
এই রূপে দিলা শিক্ষা নিজ শিষ্যগণে—
"ধন্য দীনাত্মারা, স্বর্গ রাজ্য পাবে দীন,

ধন্য শোকার্ত্তেরা, তারা পাইবে সান্ত্বনা ;
ধন্য বিনয়ীরা, ধরা হইবে অধীন,
ধন্য পুণ্য-পিপাসীরা, পূরিবে বাসনা।
ধন্য দয়াবান্, দয়া পাইবে তাহারা,
ধন্য নির্ম্মলাত্মা, তারা দেখিবে ঈশ্বর,
ধন্য এই ধরাতলে শান্তি-প্রদাতারা,
ঈশ্বর-সন্তান নাম পাবে শ্রেষ্ঠতর।
ধন্য যারা পবিত্রতা তরে উৎপীড়িত,
স্বর্গ-রাজ্য তাহারাই পাইবে নিশ্চিত।
তোমরাও ধন্য, স'বে আমার কারণ
কত মিথ্যা অপবাদ, কত উৎপীড়ন।
কর জয় জয়কার, হও আনন্দিত,
স্বর্গে প্রতিদান তার পাবে আশাতীত।
তোমাদের পূর্ব্ব-গামী যত জ্ঞানীগণ
সহিয়াছে এইরূপে ঘোর উৎপীড়ন।
লবণ এ পৃথিবীর তোমরা সকল।
লবণের লবণত্ব হলে অপনীত,
কিসে হবে লবণীত ? তখন কেবল
ফেলে দেয় লোকে, করে চরণে দলিত।
আলোক এ পৃথিবীর তোমরা ধরায়।

গিরি শৃঙ্গে যে নগর লুকান না যায়।
জ্বালি দীপ লোক নাহি রাখে লুক্কায়িত ;
রাখে দীপাধারে, গৃহ হয় আলোকিত।
তেমনি আলোক তব হউক উজ্জ্বল
মানব নয়নে, তব সুকার্য্য সকল
দেখিয়া তাহারা যেন গায় পুলকিত
স্বর্গস্থিত ঈশ্বরের গৌরব-সঙ্গীত।
আসি নাই আমি ধর্ম্ম করিতে সংহার।
সাধনা, সংহার নহে, উদ্দেশ্য আমার।
আমি কহিতেছি সত্য, পৃথিবী আকাশ
যত দিন না হইবে লুপ্ত অপ্রকাশ,
যত দিন না হইবে সর্ব্বার্গ-সাধন,
ধর্ম্মের কণাও লুপ্ত হবে না কখন।
এক ক্ষুদ্র ধর্ম্মনীতি লঙ্ঘিবে যেজন,
লঙ্ঘিতে শিখাবে, স্বর্গ পাবে না কখন।
সাধিবে আপনি, পরে শিখাবে যে জন,
স্বর্গ-রাজ্যে হইবে সে প্রতিষ্ঠাভাজন।
আমি কহিতেছি সত্য, ধার্ম্মিকতা তব
শ্রেষ্ঠতায় যদি নাহি করে পরাভব
ধর্ম্মব্যবসায়ীগণ, 'ফেরেশি' অধম,

স্বর্গ-রাজ্য তোমরাও পাবে না কখন।
শুনেছ প্রাচীন মুখে,—'করোনা হনন ;
যে করিবে হত্যা, দণ্ড পাইবে সেজন।'
আমি কহিতেছি, ক্রোধ করিবে যেজন
অকারণে, হইবে সে দণ্ডের ভাজন।
অপরে নির্ব্বোধ মাত্র যদি কেহ বলে,
নিশ্চয় সে হবে দগ্ধ নরক অনলে।
অতএব বেদিমূলে আনি উপহার,
হয় কোনো মনোবাদ স্মরণ তোমার,
ফেলি উপহার গিয়া মনের মিলন
করিয়া ভ্রাতার সহ, পূজিও তখন।
সত্বর করিবে তব বিবাদ ভঞ্জন,
পাছে শত্রু কারাগারে করে নিপতন।
আমি কহিতেছে সত্য, হবেনা উদ্ধার,
যতদিন সর্ব্বস্বান্ত হবেনা তোমার।
তোমরা প্রাচীন কাছে করেছ শ্রবণ—
'করিওনা পরদার তোমরা কখন।'
আমি কহিতেছি, কাম নেত্রে যেই জন,
অন্য রমণীর প্রতি করে নিরীক্ষণ
ব্যভিচার বাসনায়, পূর্ণ পরদার

করেছে সে কলুষিত হৃদয়ে তাহার।
করে যদি পাপ তব দক্ষিণ নয়ন,
করিও নিক্ষেপ তাহা করি উৎপাটন।
মঙ্গল একটী অঙ্গ হয় বিনাশিত,
না হইয়া সর্ব্ব দেহ নরকে পতিত।
শুনিয়াছ—'যে করিবে পত্নীর বর্জ্জন,
বিবর্জ্জন-পত্র তারে করিবে অর্পণ।'
আমি কহিতেছি—বর্জ্জে যে নিজ কামিনী
বিনা ব্যভিচার দোষে, তাহাকে স্বৈরিণী
করে সেইজন ; সেই বর্জ্জিতা বামার
যে করে বিবাহ, তার ঘটে পরদার।
কহিয়াছে প্রাচীনেরা—'করিয়া গ্রহণ
শপথ ঈশ্বর নামে, করোনা লঙ্ঘন।'
তোমরা স্বর্গের নামে শপথ গ্রহণ
করিও না, স্বর্গ ঈশ্বরের সিংহাসন ;
কিম্বা পৃথিবীর নামে,—তাঁর পদাসন।
কিম্বা পুণ্যতীর্থ নামে,—নগর তাঁহার।
কিম্বা উপলক্ষ করি মস্তক তোমার।
একটী মস্তক-কেশ করিতে তোমার
শ্বেত কিম্বা কৃষ্ণ, বল আছে সাধ্য কার ?

কেবল কহিবে কথা "হাঁ, না" মাত্র সার।
ইহার অধিক যাহা পাপের আধার।
শুনিয়াছ—'নেত্র বিনিময়েতে নয়ন,
দন্ত বিনিময়ে দন্ত করিবে গ্রহণ।'
আমি তোমাদেরে কহি—পাপে কদাচিত
হইও না প্রতিদ্বন্দ্বী; কেহ অনুচিত
তোমার দক্ষিণ গণ্ডে প্রহারিবে যবে,
বাম গণ্ড ফিরাইয়া দিও তারে তবে।
একখানি বস্ত্রতরে যে চাহে বিচার,
দিওতারে অন্য বস্ত্রখানিও তোমার।
বল ক্রমে এক ক্রোশ নিবে যেই জন,
তার সঙ্গে দুই ক্রোশ করিবে গমন।
যেজন চাহিবে ভিক্ষা, করিবে প্রদান;
করিওনা ঋণপ্রার্থী জনে প্রত্যাখ্যান।
শুনেছ—'বাসিবে ভাল প্রতিবাসীগণ,
আপন শত্রুকে ঘৃণা করিবে তেমন।'
আমি কহিতেছি—সবে বন্ধুর সমান
শত্রুকে বাসিও ভাল। করিও প্রদান
অভিশাপ বিনিময়ে আশীর্ব্বাদ আর,
ঘৃণা বিনিময়ে সবে দিও উপকার।

ঈর্ষা করে যেই জন, করে অত্যাচার,
মাগিও ঈশ্বর কাছে মঙ্গল তাহার।
স্বর্গে যেই পিতা তব করেন বিহার,
হ'তে পার যেন সবে সন্তান তাঁহার।
পাপী, পুণ্যবানে দেয় তাঁর রবি কর।
সাধু অসাধুকে বর্ষে তাঁহার অম্বর।
যে তোমারে বাসে ভাল, ভালবাসি তারে,
কি মহত্ত্ব? তা'ত করে যত দুরাচারে।
আপন ভ্রাতারে করি প্রীতি সম্ভাষণ,
কি মহত্ত্ব? করে নাকি নরকুলাধম?
অতএব হও পূর্ণ, পূর্ণ সনাতন
তোমাদের স্বর্গস্থিত পিতার মতন।

---

৬ অধ্যায়।

"লোকের সমক্ষে, লোকে দেখাবার তরে,
সাবধান! করিও না কোনরূপ দান;
তাহা হ'লে পাইবেনা কোনো পুরস্কার,
তোমাদের স্বর্গস্থিত জনকের স্থান।
করোনা দুন্দুভি-ধ্বনি কর যবে দান,
করে যথা পাইবারে লোকেতে সুনাম

ধর্ম্মগৃহে, রাজপথে, ভণ্ড দুরাচার ;—
পাবে তারা তাহাদের যোগ্য পুরস্কার।
যখন করিবে দান, যেন সাবধান,
দক্ষিণ করের কার্য্য নাহি জানে বাম।
গোপনে করিলে দান, জনক তোমার
দিবেন প্রকাশ্যে তিনি পুরস্কার তার।
কর যবে উপাসনা, ভণ্ডের মতন
করিও না ধর্ম্মগৃহে, রাজ পথে আর,
দাঁড়াইয়া, আকর্ষিতে লোকের নয়ন,—
পাবে তারা তাহাদের যোগ্য পুরস্কার।
প্রবেশি আপন কক্ষে, রুদ্ধ করি দ্বার,
কর উপাসনা তব অদৃশ্য পিতার।
গোপনে দেখিয়া তাহা জনক তোমার
প্রকাশ্যে দিবেন তিনি পুরস্কার তার।
কর যবে উপাসনা মূর্খদের মত
করিও না পুনরুক্তি, ভাবে তারা মনে,
এক কথা তারা যদি কহে বারম্বার
অবশ্য পশিবে তাহা ঈশ্বরশ্রবণে।
তোমাদের কি অভাব, ক্ষুদ্র মূর্খ নর,
চাহিবার আগে তাহা জানেন ঈশ্বর।

বাক্য-আড়ম্বর নাহি করিয়া অসার
এই রূপে উপাসনা করিও তাঁহার—
'আমাদের পিতঃ! স্বর্গে বিরাজিত,
পবিত্র তোমার নাম।
তোমার এ রাজ্য; স্বর্গে যথা, মর্ত্ত্যে
হও তুমি পূর্ণকাম।
দেও আমাদের দৈনিক আহার,
ক্ষম আমাদের ঋণ,
আমরা যেরূপে ক্ষমি আমাদের
ঋণগ্রস্ত দীনহীন।
করিও না লোভে পতিত কখন,
পাপ হ'তে কর ত্রাণ,
তোমারই রাজ্য, গৌরব বিভব,
চিরদিন ভগবন্।'
মানুষের দোষ যদি কর পরিহার,
ক্ষমিবেন তব দোষ জনক তোমার।
মানুষের দোষ নাহি কর পরিহার,
ক্ষমিবেনা তব দোষ জনক তোমার।
করিও না উপবাস ভণ্ডদের মত
হয়ে বিষাদিত, ক'রে মুখ কদাকার,

জানাইতে লোকে তারা উপবাস-রত—
পাবে তারা তাহাদের যোগ্য পুরস্কার।
কর যবে উপবাস তোমরা বদন
করিও সুতৈলসিক্ত, মুখ প্রক্ষালন।
তব উপবাস যেন লোকে নাহি জানে,
করিবে গোপনে তব জনকের নামে।
গোপনে দেখিয়া তাহা জনক তোমার,
প্রকাশ্যে দিবেন তিনি পুরস্কার তার।
করিওনা পৃথিবীতে অর্থের সঞ্চয়
কাটে কীটে, করে যথা তস্করে হরণ।
স্বর্গেতে সঞ্চিত অর্থ, নাহি কাটে কীটে,
না পারে তস্করে তাহা হরিতে কখন।
যেখানে করিবে তুমি অর্থের সঞ্চয়,
সেখানে তোমার মন রহিবে নিশ্চয়।
দেহের আলোক নেত্র, এক-দৃষ্টি যদি
হয় নেত্র, হবে তব দেহ দীপ্তিময়।
হয় সেই দৃষ্টি যদি পাপ নিরবধি,
হবে অন্ধকারপূর্ণ দেহ সমুদয়।
অন্তর-আলোক যদি হয় অন্ধকার,
সেই অন্ধকার কিবা ভীষণ আবার!

করিতে দসাত্ব দুই প্রভুর কথন
নাহি পারে কোন জন, নিশ্চয় সে জন
একেরে বাসিবে ভাল, ঘৃণিবে অপরে ;—
পারিবেনা সেবিবারে ধন ও ঈশ্বরে।
জীবনের চিন্তা নাহি করিও কথন,—
কি খাইবে, কি পরিবে, কি করিবে পান।
অসন হইতে শ্রেষ্ঠ নহে কি জীবন ?
বসন ও দেহ তব নহেত সমান ?
ওই দেখ আকাশের বিহঙ্গ নিচয়,
না বুনে, না কাটে শস্য, না করে সঞ্চয় ;
যোগান স্বর্গীয় পিতা তাদের আহার,—
তোমরা মানবগণ কত শ্রেষ্ঠ তার !
চিন্তা করি কে বাড়াতে পারে কলেবর
এক হস্ত ? বস্ত্র তরে কেন চিন্তাপর ?—
দেখ প্রান্তরের ফুল, জনমে কেমন !
নাহি করে শ্রম তারা, না বুনে বসন ;
আমি কহিতেছি, তবু রাজা 'সলেমান'
ছিল না সজ্জিত গর্ব্বে একটি সমান।
আজ আছে, কালি হয় উননে পতিত
যেই তৃণ, তাকে যদি করেন ঈশ্বর

এরূপে ভূষিত, তবে তোমায় ভূষিত
  করিবেন ততোধিক, অবিশ্বাসী নর!
অতএব চিন্তা নাহি করিও কখন
  কি খাইবে, কি পরিবে, কি করিবে পান।
—সংসারীও চাহে তাহা;—জানেন ঈশ্বর
  এ সব অভাব তব; করিবেন দান।
সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বর-রাজ্য, পবিত্রতা তাঁর,
অনুসর; পাবে অন্য অভাব তোমার।
অতএব কল্যতরে তোমরা কখন
  ভাবিওনা; কল্যতরে চিন্তা কর দূর।
কল্য আপনার চিন্তা করিবে আপনি;
  আজিকার মত পাপ রয়েছে প্রচুর।

---

৭ অধ্যায়।

"করোনা বিচার, পাছে হও বিচারিত।
বিচার করিবে যথা, পাবে তথোচিত।
যেই পরিমাণে তুমি করিবে প্রদান,
সেই পরিমাণে তুমি পাবে প্রতিদান।
ভ্রাতার চক্ষের তিল কর দরশন!
আপন চক্ষেব তাল দেখনা কখন!

কেমনে কহিবে তুমি ভ্রাতায় তোমার—
'দেও নেত্র-তিল আমি করি উৎপাটন
তোমার নয়ন হতে।' দেখ পরিষ্কার
তোমার নয়নে তাল রয়েছে তখন!
আগে তব নেত্র হতে, ভণ্ড দুরাচার!
আপন নয়ন-তাল কর বিমোচন;
ভ্রাতার নয়ন-তিল তবে পরিষ্কার
দেখিয়া, পারিবে তাহা করিতে মোচন।
কুকুরে পবিত্র যাহা দিওনা কখন;
শূকরে মুকুতা নাহি করিও অর্পণ,
পাছে তাহা পদতলে করিয়া দলিত,
ফিরিয়া তোমার দেহ করে বিদারিত।
চাহ,—তবে তোমারে তা' হবে প্রদানিত,
খোঁজ,—তবে তোমরা তা' পাইবে নিশ্চিত,
কপাটে আঘাত কর,—হবে উদ্ঘাটিত।
যে চাহে, সে পায়; নহে যে খোজে, নিষ্ফল;
যে করে আঘাত, পায় দ্বার অনর্গল।
তোমাদের মধ্যে আছে কে এমন নর,
পুত্র যদি চাহে অন্ন, অর্পিবে পাথর?—
কিম্বা চাহে মৎস্য যদি, দিবে বিষধর?

তোমরা মানব পাপী আপন সন্তানে
দেও যদি এইরূপ দ্রব্য প্রীতিকর,
দিবেন ত্রিদিবস্থিত পিতা তোমাদের,
প্রার্থনাকারীকে দান কত শ্রেষ্ঠতর!
তুমি অপরের কাছে চাহ যেই মত,
কর অপরের প্রতি,—ইহা নীতিগত।
প্রবেশ সঙ্কীর্ণ দ্বারে; জানিও নিশ্চিত
বিস্তীর্ণ কপাট, পথ অতীব বিস্তৃত
বিনাশের; সেই দ্বারে, সেই পথে, নর
ধ্বংসপুরে সংখ্যাতিত পশে নিরন্তর।
সংকীর্ণ অপরিসর জীবনের দ্বার;
অতি অল্প লোক পায় সন্ধান তাহার।
কপট শিক্ষক দেখি করিওনা ভুল;
মেষ-চর্ম্মাবৃত তারা ক্ষুধিত শার্দ্দূল।
ফল দেখি তাহাদের পাবে পরিচয়,
কণ্টকে না ফলে দ্রাক্ষা ফল সুধাময়।
এরূপে সুবৃক্ষে জন্মে সর্ব্বত্রে সুফল।
তেমতি কুবৃক্ষে জন্মে কুফল সকল।
সুবৃক্ষে কুফল নাহি ফলে কদাচিত;
কুবৃক্ষেও নাহি ফলে সুফল নিশ্চিত।

যেই বৃক্ষে নাহি করে সুফল ধারণ,
কাটি লোক করে তাহা অনলে ক্ষেপণ।
অতএব কহি আমি লইবে নিশ্চয়
পাদপের এক মাত্র ফলে পরিচয়।
'প্রভু! প্রভু!'—আমাকেই ডাকিলে কেবল,
স্বর্গরাজ্য কেহ নাহি পাইবে কখন।
সে যাইবে স্বর্গে, কার্য্যে করিবে যেজন
স্বর্গস্থিত জনকের অনুজ্ঞা পালন।
'প্রভু! প্রভু! তব নামে'—ক'বে বহুলোকে—
'করেছি আশ্চর্য্য কার্য্য, কহিয়াছি কত?'
তাদেরে কহিব আমি—'নাহি চিনি আমি,
দূর হও নরাধম পাপাচারী যত!'
যেজন এ শিক্ষা মম করিবে শ্রবণ,
যেজন করিবে তাহা কার্য্যেতে পালন,—
করেছিল শৈলশৃঙ্গে গৃহের নির্ম্মাণ
যেইজ্ঞানী, সেই তার উপমার স্থান।
বরষিল বর্ষা, প্লাবিল প্লাবন,
বহিল তুমুল ঝড়,
আঘাতিল গৃহ, পড়িলনা তবু
প্রস্তরে স্থাপিত ঘর।

যেজন এ শিক্ষা আর করিয়া শ্রবণ
করিবেনা কদাচিত কার্য্যেতে পালন,—
করেছিল বালুস্তরে গৃহের নির্ম্মাণ
যে নির্ব্বোধ, সেই তার উপমার স্থান।
বরষিল বর্ষা, প্লাবিল প্লাবন,
বহিল তুমুল ঝড়,
আঘাতিল গৃহ, পড়িল ভূতলে,—
কি পতন ঘোরতর!
এরূপে করিলে যিশু শিক্ষা সমাপন
হইল সমস্ত শ্রোতা বিস্ময়মগন।

---

৮ অধ্যায়।

পর্ব্বত হইতে নামি প্রফুল্লিতমন,
আদেশে আরোগ্য রোগী করি বহুজন,
উঠিলা অর্ণবযানে শিষ্যের সহিত,
হইল প্রচণ্ড ঝড়ে সিন্ধু বিধূনিত।
তরঙ্গে তরঙ্গে তরী নিমজ্জিতপ্রায়,
নিরুদ্বিগ্ন তরীবক্ষে যিশু নিদ্রা যায়।
শিষ্যেরা ভাঙ্গিলে নিদ্রা, করি তিরস্কার
করিলা ঝটিকা শান্ত, স্থির পারাবার।

ভূতগ্রস্থ বহু নর করিয়া উদ্ধার
অন্যতীরে, আসিলেন ফিরিয়া আবার।
পাপী নরাধম সহ করিতে ভোজন
বসিলা স্বশিষ্য সহ; দেখি শত্রুগণ
হাসিতে লাগিল; যিশু কহিলা তখন—
"নীরোগীর চিকিৎসায় নাহি প্রয়োজন।
"চাহি আমি দয়া, নাহি চাহি বলিদান,
"আমি আসিয়াছি পাপী করিবারে ত্রাণ।"
জিজ্ঞাসে 'জনের' শিষ্য—"আমরা সকল
করি উপবাস, কেন তব শিষ্যদল
নাহি করে প্রভু!" যিশু উত্তরিলা হাসি—
"বরযাত্রী কখন কি থাকে উপবাসী?
"যেই দিন সেই বর হবে অন্তর্হিত,
"করিবেক উপবাস তারা সমুচিত।
"পুরাণ বস্ত্রের ছিদ্রে নূতন কাপড়
"তালি দিলে, হয় ছিদ্র আরো বৃহত্তর।
"রাখিলে পুরাণ পাত্রে মদিরা নূতন,
"ভাঙ্গি পাত্র হয় সুরা ভূতলে পতন।
"নব সুরা নব পাত্রে করিলে সঞ্চয়,
"হইবেনা ভগ্ন, হবে রক্ষিত উভয়।"

বাঁচাইয়া মৃতে, অন্ধে করি চক্ষুদান,
মূকে দিয়া বাক্য, পাপী করি পরিত্রাণ,
ভ্রমিতে লাগিলা যিশু নগরে নগরে,
প্রচারিয়া ধর্ম্মরাজ্য প্রফুল্ল অন্তরে।
বহুলোক সমাগম করি দরশন,
দয়ায় হইল তাঁর সকরুণ মন,
বিচ্ছিন্ন রক্ষকহীন মেষপাল মত,
ভ্রমিতেছে পন্থহারা ভ্রান্ত নর যত।
"কি প্রচুর শস্য!"—শিষ্যে কহিলা কাতরে—
"কৃষক কয়টী মাত্র, কে সঞ্চয় করে?
"শস্যের ঈশ্বর কাছে মাগ, বৎসগণ!
"করুণ এ শস্যে তাঁর কৃষক প্রেরণ।"
ডাকিয়া দ্বাদশ শিষ্যে করিলা আদেশ,—
"পন্থহারা মেষপালে করিয়া প্রবেশ
"করগে প্রচার—স্বর্গরাজ্য উপস্থিত,
"উদ্ধারি পীড়িত, মৃত করিয়া জীবিত।
"লইওনা সোণারূপা দ্বিতীয় বসন,
"যে যেমন ভোগী, হয় কর্ম্মীও তেমন।
"যথা দেখ শ্রদ্ধাবান্ তিষ্ঠিও তথায়,
"অশ্রদ্ধাবানের স্থান ত্যজিবে ত্বরায়।

"যেতেছ তোমরা ব্যাঘ্রমধ্যে মেষ মত,
"ভুজঙ্গ হইবে জ্ঞানে, কর্ম্মে পারাবত।
"ঘোরতর নির্যাতন সহিবে যখন,
"কি করিবে, কি কহিবে, ভেবোনা কখন।
"আছেন পিতার আত্মা অন্তরে সবার,
"কহিবেন তিনি, যন্ত্র তোমরা তাঁহার।
"হবে তোমাদের প্রতি ঘোর উৎপীড়ন,
"সহিও, পাইবে তবে মুক্তি শিষ্যগণ!
"প্রচ্ছন্ন যা' আছে, তাহা হবে প্রকাশিত,
"অজ্ঞাত যা' আছে জ্ঞানে হইবে বিদিত।
"করিতেছি অন্ধকারে যে ধর্ম্মে দীক্ষিত,
"আলোকে করিও তাহা জগতে ঘোষিত।
"কহিতেছি যাহা কর্ণে, মুখে সবাকার
"গৃহচূড় হ'তে তাহা করিও প্রচার।
"যাহারা শরীর তব করিবে সংহার
"তাদেরে তোমরা ভয় করোনা কখন;
"সাধিবে বিনাশ যারা দেহ ও আত্মার
"নরকেতে, তাহারাই ভয়ের কারণ।
"দেখেছ চড়ই পাখী কত ক্ষুদ্র প্রাণী,
"পয়সায় দু'টা মিলে; কহিতেছি আমি

"ঈশ্বরের অনিচ্ছায় বৎস! কদাচিত
"তাহারাও ধরাতলে না হয় পতিত।
"তোমাদের মস্তকেতে আছে যত চুল,
"তাহাও জানেন তিনি নাহি তাহে ভুল।
"করিওনা ভয় তবে, মানব সন্তান
"চড়ুই পাখীর চেয়ে কত মূল্যবান্।"
কহে একজন—"তব মাতা ভ্রাতাগণ
দেখ দাঁড়াইয়া ওই চাহে দরশন।"
তার মুখ চাহি যিশু করিলা উত্তর—
"কে আমার মাতা? কারা মম সহোদর?"
শিষ্যদের প্রতি কর করিয়া বিস্তার
কহিলেন—"মাতা ভ্রাতা ইহারা আমার।
যাহারা পালিবে ইচ্ছা স্বর্গীয় পিতার,
তাহারাই মাতা ভ্রাতা ভগিনী আমার।"

---

৯ অধ্যায়।

তীরস্থ অর্ণবযানে করি আরোহণ
সমাগত লোকগণে করি সম্বোধন
কহিলা একদা যিশু—"শুন বৎসগণ!
জনৈক কৃষক শস্য করিল বপন।

পন্থপার্শ্বে যত শস্য হইল পতন,
পাখীগণ আসি তাহা করিল ভক্ষণ।
কতক বন্ধুর ক্ষেত্রে হয়ে অঙ্কুরিত
মূলহীন, রবিকরে হইল দাহিত।
কণ্টকিত ক্ষেত্রে কিছু হইয়া পতিত,
মরিল হইয়া সব কণ্টকে আবৃত।
কতক সুক্ষেত্রে পড়ি করিল প্রদান
সুফল সহস্রগুণ, বহুমূল্যবান্।
শুনি স্বর্গরাজ্য-কথা না বুঝে যে জন,
তার চিত্ত পন্থ-পার্শ্ব-ক্ষেত্রের মতন।
শস্যরূপ শিক্ষা নাহি হ'তে অঙ্কুরিত,
পাপ বিহঙ্গেরা তাহা করে বিনাশিত।
আনন্দে ধর্ম্মের কথা করিয়া গ্রহণ,
উৎপীড়ন-ভয়ে যারা না করে পালন,
বন্ধুর ক্ষেত্রের মত তাদের হৃদয়,
ধর্ম্মের শস্যের স্থায়ী মূল নাহি হয়।
অর্থের কুহকে আর সংসার চিন্তায়,
যাহার হৃদয়ে ধর্ম্ম স্থান নাহি পায়,
জঙ্গলে কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রের মতন,
ধর্ম্মের সুফল তাহে জন্মে না কখন।

শুনিয়া ধর্ম্মের কথা বুঝে যেই জন,
দৃঢ়তা সহিত চিত্তে যে করে গ্রহণ,
উর্ব্বর ক্ষেত্রের মত তাহার হৃদয়
সুফল সহস্রগুণ প্রসবে নিশ্চয়।”
আবার কহিলা যিশু—“কৃষী এক জন
সুশস্য সুক্ষেত্রে তার করিল রোপণ।
ভৃত্যগণ যবে তার হইল নিদ্রিত,
কুশস্য শত্রুরা আসি করিল রোপিত।
যখন জন্মিল তৃণ দেখি সবিস্ময়,
সুশস্য কুশস্য ক্ষেত্রে জন্মেছে উভয়,
ভৃত্যেরা প্রভুর কাছে সমাচার দিয়া
জিজ্ঞাসিল, কুশস্য কি ফেলিবে তুলিয়া।
নিবারি কহিলা প্রভু—‘কুশস্য এখন
তুলিতে, সুশস্য পাছে কর উৎপাটন।
থাকুক এখন, যবে কর্ত্তনসময়
আসিবে, তুলিয়া আগে কুশস্য নিচয়,
বাঁধিয়া অনলে তবে পুড়ি সমুদয়,
সুশস্য গোলায় মম করিও সঞ্চয়।’
কৃষক ঈশ্বর-পুত্র, ক্ষেত্র ধরাধাম,
সুশস্যের বীজ ধর্ম্ম-রাজ্যের সন্তান।

সয়তান সেই শত্রু, কুশস্থ-নিচয়
তাহার সন্তানগণ পাপী দুরাশয়।
প্রলয় কর্ত্তন-কাল, স্বর্গদূতগণ
প্রেরিয়া ঈশ্বর-পুত্র, করি আহরণ
পাপীগণ অনলেতে করিবে অর্পণ,
উঠিবে রোদনধ্বনি দন্তের ঘর্ষণ।
শোভিবে পুণ্যাত্মা স্বর্গে সূর্য্যের মতন,—
আছে যার কর্ণ, ইহা করুক শ্রবণ।"

---

১০ অধ্যায়।

ভ্রাতৃজায়া সহ 'হিরদের' ব্যভিচার
নিন্দিলে মহর্ষি 'জন', হিরদ তাঁহার
কারাগারে কাটি শির, করিলা প্রেরণ
অশ্বপৃষ্ঠে, উপপত্নী 'হিরদা' সদন।
শুনিয়া নৃশংস বার্ত্তা তরীআরোহণে
চলি গেলা শিষ্য সহ যিশু এক বনে।
পাঁচটী রুটীতে মাত্র,—অদ্ভুত এমন,—
করাইলা নর পঞ্চসহস্র ভোজন!
হাঁটি সিন্ধুবক্ষে তরী করি আরোহণ,
নানাদেশ দেশান্তর করিলা ভ্রমণ,

সর্ব্বত্রে নূতন ধর্ম্ম করিয়া প্রচার,
অলৌকিক বহু কার্য্য সাধি বারম্বার।
কহিলা একদা লোকে—"মুখে যাহা যায়,
তাহাতে মানুষ নাহি করে কলুষিত;
মুখ হ'তে আসে যাহা, মানুষ তাহায়
করে কলুষিত মাত্র, জানিও নিশ্চিত।
মুখে যাহা যায়, তাহা প্রবেশি উদরে
হয় ধ্বংস; আসে যাহা মুখ হ'তে আর,
হৃদয় হইতে তাহা জানিও নিঃসরে;—
মানব হৃদয় সর্ব্ব পাপের আধার।
দেবনিন্দা, চুরি, মিথ্যা, হত্যা, পরদার,—
হৃদয় হইতে হয় উত্থান সবার।
যেই বৃক্ষ নহে মম পিতার রোপিত,
নিশ্চয় জানিও তাহা হবে উৎপাটিত।
অন্ধের পরিচালক সেই অন্ধগণ,
তোমরা তাদের কাছে যাবেনা কখন!
অন্ধলোক করে যদি অন্ধেরে চালিত,
নিশ্চয় উভয় কূপে হইবে পতিত।"
কহিলে বিপক্ষগণ—"ঈশ্বরকুমার
যদি তুমি, চিহ্ন তবে দেখাও তাহার",

কহিলেন যিশু—"ওরে ভণ্ড নরাধম!
আকাশের চিহ্ন সব করিয়া দর্শন
সুদিন কুদিন পার করিতে বিচার,
পড়িতে কালের চিহ্ন পার নাকি আর?
পাপীরাই করে সুধু চিহ্ন অন্বেষণ,
তাহারা দেখিতে চিহ্ন পারে না কখন।"
জিজ্ঞাসিলা শিষ্যে—"কহ কে আমি? পিটার!"
উত্তরিল—"তুমি খৃষ্ট, ঈশ্বর-কুমার।"
"নহে তব কথা ইহা, স্বর্গীয় পিতার।
করিওনা ইহা জনসমাজে প্রচার।"—
উত্তর করিলা যিশু। সে দিন হইতে
কহিতে লাগিলা শিষ্যে, হইবে সহিতে
ধর্ম্মযাজকের করে ঘোর অত্যাচার,
ঘটিবে তাদের করে নিধন তাঁহার।
কহিলেন শিষ্যগণে—"পশ্চাতে আমার
যে যাবে, আসুক করি আত্ম-পরিহার।
যে রক্ষিবে প্রাণ, তাহা হারাইবে, হায়!
যে হারাবে মম তরে, পাইবে তাহায়।
লভিয়া সকল বিশ্ব, হারালে আত্মায়
পাপের অতল গর্ত্তে, কি লাভ তাহায়?

পিতার গৌরবে পুত্র হয়ে উপনীত,
স্বর্গদূতগণ সহ হইয়া বেষ্টিত,
এইরূপে স্বর্গরাজ্যে করি অধিষ্ঠান,
কর্ম্মঅনুসারে ফল করিবেন দান।"
একদা করিয়া যিশু গিরি আরোহণ,
মহান্ মূরতি এক করিলা ধারণ।
প্রদীপ্ত ভাস্কর মত ভাতিল বদন,
অমল আলোক মত শোভিল বসন।
পূর্ব্ব-ধর্ম্মশিক্ষকেরা করিয়া বেষ্টন,
করিতেছে তাঁর সহ সুখে আলাপন।
আসিয়া একটি মেঘ অমল, উজ্জ্বল,
দেখিতে, দেখিতে, দেখ ঢাকিল সকল।
মেঘ হতে দৈববাণী হইল তখন—
"এই মম প্রিয়পুত্র, প্রীতির ভাজন!"
শুনি ভয়ে শিষ্যগণ পড়িল ধরায়।
যিশুকরস্পর্শে উঠি বিস্ময়ে তথায়
দেখিল একক যিশু, কিছু নাহি আর।
নিষেধিলা ইহা নাহি করিতে প্রচার।
একদা জিজ্ঞাসে শিষ্য—"তাঁহার মতন
না পারে আরোগ্য কেন করিতে সাধন,

তাদের আদেশে পীড়া না হয় অন্তর।”
“অবিশ্বাস হেতু ;”—যিশু করিলা উত্তর—
“আমি কহিতেছি, তব বিশ্বাস অন্তরে
থাকে যদি এক ক্ষুদ্র শস্যপরিমাণ,
যদ্যপি আদেশ কর ওই গিরিবরে—
‘হও স্থানান্তর!’ উহা তেয়াগিবে স্থান।”

---

১১ অধ্যায়।

জিজ্ঞাসিল শিষ্যগণ এক দিন আর,
“স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠতম আসন কাহার?”
একটি শিশুকে ডাকি অঙ্কে বসাইয়া
কহিলেন শিষ্যগণে শিশুকে চাহিয়া,—
“না হ’লে তোমরা ক্ষুদ্র শিশুর মতন,
স্বর্গরাজ্যে পারিবেনা পশিতে কখন।
যে হবে বিনীত এই শিশুর মতন,
সেই জন স্বর্গরাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠতম।
এরূপ একটি শিশু যে করে গ্রহণ
মম নামে, আমাকেও পাবে সেই জন।
যে হিংসে একটী শিশু, হয় সেই জন
গলায় বাঁধিয়া শিলা সমুদ্রে পতন।

ঘৃণিওনা শিশুদেরে, স্বর্গে শিশুযত
স্বর্গস্থ পিতার মুখ নিরখে সতত।
মনে কর, কারো যদি থাকে শত মেষ,
তাহার একটি করে অপথে গমন,
ফেলি ঊনশত, করি অরণ্যে প্রবেশ,
রক্ষক কি নাহি করে তার অন্বেষণ?
সেইরূপ ইচ্ছা নহে স্বর্গীয় পিতার,
এরূপ একটী শিশু হউক সংহার।
তোমার ভ্রাতায় যদি করে অপরাধ,
উভয়ে মিলিয়া মিটাইও মনোবাদ।"
জিজ্ঞাসিল শিষ্য—"দোষ আপন ভ্রাতার
ক্ষমিব কি সাতবার, কিম্বা কত বার?"
যিশু কহিলেন—"এই আদেশ আমার,—
সাতবার! ক্ষমিবে তা' সাতশতবার।
এই হেতু স্বর্গরাজ্য সে রাজার মত
লইত যে ভৃত্যদের হিসাব সতত।
ভৃত্য এক হলো দশসহস্র মুদ্রায়
দায়ী নৃপতির কাছে; শোধের উপায়
নাহি কিছু। আদেশিলা নৃপতি তখন
পত্নীপুত্র সহ তার বিক্রীর কারণ।

পদতলে পড়ি ভৃত্য, অশ্রু ছলছল,
কহে—'ধৈর্য্য ধর প্রভো! শোধিব সকল।'
নৃপতির মনে হ'ল দয়ার সঞ্চার,
তখন সমস্ত ঋণ ক্ষমিলা তাহার।
কিন্তু সে ভৃত্যের কাছে ভৃত্য অন্যজন
ধারিত পয়সা শত, তাহার কারণ
ধরিয়া গলায় তার, করিয়া প্রহার,
কহিল—'এখন দিবি ধারিস্ যে ধার।'
পায় পড়ি অশ্রুপূর্ণনেত্র ছলছল
সে কহিল—'ধৈর্য্য ধর, শোধিব সকল।'
মানিল না দুরাচার, সেই অভাগারে
করিল ঋণের তরে বন্দী কারাগারে।
শুনিয়া নৃপতি ক্রোধে আরক্তনয়ন
কহিলেন—'ওরে দুষ্ট পাপী নরাধম!
করিনু যেরূপ দয়া আমি তোর প্রতি,
না করিলি তুই অন্যপ্রতি রে তেমতি।'
ক্রোধে আজ্ঞা দিলা রাজা করিতে পীড়ন
যতদিন ঋণ তার না করে মোচন।
নিজ ভ্রাতৃদোষ নাহি ক্ষমিবে যেজন
স্বর্গস্থ পিতার কাছে পাইবে তেমন।"

একদা জিজ্ঞাসে আসি যুবা একজন—
"কিসে, শ্রেষ্ঠ প্রভো পাব অনন্ত জীবন ?"
উত্তরিলা—"আমি শ্রেষ্ঠ, কহিলে কিমতে ?"
এক ভিন্ন শ্রেষ্ঠ নাহি দ্বিতীয় জগতে।
তিনিই ঈশ্বর, চাহ অনন্ত জীবন,
দশ-আজ্ঞা সমুদয় করগে পালন।"
যুবা কহে—"পালিয়াছি সেই সমুদয়
যৌবন হইতে আমি, বাকি কিবা আর ?"
কহিলেন—"যাহা আছে করিয়া বিক্রয়,
দিয়া দরিদ্রকে, এস পশ্চাতে আমার।"
শুনি যুবা গেল চলি খেদান্বিতমন,
কারণ আছিল তার বহুতর ধন।
তখন কহিলা যিশু চাহি শিষ্যগণ—
"ধনীলোক স্বর্গরাজ্য পাবে না কখন।
যায় যদি উষ্ট্র, ক্ষুদ্র সূচীরন্ধ্রপথে,
ধনী স্বর্গে পারিবে না যেতে কোন মতে।
মমতরে সর্ব্বস্ব যে করিবে বর্জ্জন,
পাইবে সহস্রগুণ, অনন্ত জীবন।"
কহিলেন পুনঃ—"শুন! গৃহী একজন
একদা করিল বহু লোক নিয়োজন।

কেহ প্রাতে, কেহ বেলা দ্বিতীয় প্রহরে,
চতুর্থ প্রহরে কেহ নিয়োজিত করে।
সন্ধ্যাকালে সকলেরে সমান বেতন
পয়সা, পয়সা, গৃহী করিল অর্পণ।
প্রভাত হইতে যারা করিয়াছে শ্রম
তাহারা কহিল—'তব বিচার কেমন!
সমস্ত দিনের বোঝা, রৌদ্র খরতর,
সহেছি আমরা শ্রম করি নিরন্তর।
চতুর্থ প্রহরে যারা হলো নিয়োজিত,
তাদের সমান ভাবে পাওয়া কি উচিত?'
উত্তরিল গৃহী—'ভাই! কি বল অযথা?
তোমাদের সঙ্গে মম এই ছিল কথা,—
পয়সা বেতনে কর্ম্ম করিবে আমার।
পাইয়াছ, গৃহে যাও, কি ক্ষতি তোমার?
করিবারে ব্যয়, যথা বাসনা আমার,
আমার অর্থ, কি মম নাহি অধিকার?
আমি ভাল,—এই হেতু, ইহার কারণ,
পাপে পূর্ণ তোমাদের হয় কি নয়ন?"

---

১২ অধ্যায়।

ফিরিলেন রাজধানী *; অলিভ পর্ব্বতে পথে
বিশ্রাম করিয়া কিছুক্ষণ;
প্রবেশিলা নগরেতে, সবৎসা গর্দ্দভী এক
করিয়া আনন্দে আরোহণ।
আসি বহুতরলোক দিল পথে বিছাইয়া
অঙ্গের বসন আপনার;
কেহ বৃক্ষশাখা কাটি, পল্লবে ছাইল পথ,
করে সবে জয় জয়কার।
প্রবেশিয়া দেবালয়ে, যাহারা বিক্রয় ক্রয়
করিতেছে, দিলা তাড়াইয়া;
ভাঙ্গিয়া বিপণি সার, করি সব চুরমার
দ্রব্য সব দিলা ছড়াইয়া।
কহিলেন—"গৃহ মম মন্দির উপাসনার,
নহে ইহা তস্কর-বিবর।"
অন্ধ চক্ষু, পঙ্গু পদ, লভিল পরশে তাঁর;
যাজকেরা বিস্মিত অন্তর।
কহি বহু প্রহেলিকা, কহিলা যাজকগণে—
"স্বর্গরাজ্যে সেই রাজা মত,

* জেরিউ-জিলাম।

যে পুত্রের বিবাহের, করি বহু আয়োজন,
ডাকিবারে নিমন্ত্রিত যত
পাঠাইলা ভৃত্যগণ, কিন্তু কেহ আসিল না ;
তুচ্ছ করি নিমন্ত্রণ তাঁর,
কেহ গেল কৃষিক্ষেত্রে, কেহ গেল বিপণিতে,
কেহ ভৃত্য করিল সংহার।
রাগান্ধ হইয়া রাজা, প্রেরি সৈন্যগণ তবে
তাহাদেরে করিয়া সংহার,
ভস্মিয়া নগর সব, কহিলেন ভৃত্যগণে—
'নিমন্ত্রিত অযোগ্য আমার।
যাও সবে রাজপথে, পথিক ডাকিয়া আন।'
ভাল মন্দ আসিল তখন।
দেখিলেন একজন, বিবাহের উপযোগী
পরিধান করেনি বসন।
জিজ্ঞাসিলা নরপতি— 'বিবাহের বস্ত্র বিনা
কেমনে করিলে আগমন ?'
আজ্ঞা দিলা—'বাঁধি তাকে ফেলে দেও অন্ধকারে,
দন্তে দন্তে করুক ঘর্ষণ !'
এইরূপে স্বর্গরাজ্যে হইবে আহূত বহু,
কিন্তু অল্প হবে মনোনীত।"

চিন্তিল যাজকগণ, যিশুকে করিবে কিসে
আপনার কথায় জড়িত।
কহে তবে একজন— "জানি প্রভো! সত্য তুমি,
ঈশ্বরের সত্য পথ আর
শিখাইছ আমাদেরে, মানুষে কর না গ্রাহ্য
ভয় তুমি করনা কাহার।
কহ তবে আমাদেরে— নৃপতিকে রাজ-কর
আমাদের দেওয়া কি উচিত?"
উত্তরিলা—"ওরে ভণ্ড! আমায় করিতে কেন
চাহ, বল, বিপদে পতিত?
দেখি কিসে দেও কর?" দেখাইলে মুদ্রা এক,
জিজ্ঞাসিলা যিশু পুনর্ব্বার—
"অঙ্কিত এ মূর্ত্তি কার?" "নরপতি কৈসরের।"
—দিল সবে উত্তর তাহার।
উত্তর করিলা যিশু— "কৈসরের যাহা, সবে
কর তাহা কৈসরে অর্পিত।
ঈশ্বরের যাহা আর, ঈশ্বরে কর অর্পণ।"
যাজকেরা হইল বিস্মিত।
নীতিব্যবসায়ী * এক ছল করি জিজ্ঞাসিল—
"আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে, বল

* আইনব্যবসায়ী।

কোন নীতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ?" উত্তর করিলা যিশু
নেত্রদ্বয় প্রীতি-ছলছল—
"আত্মা, মন, হৃদয়ের সহিত করিবে প্রেম
ঈশ্বরের, বিধাতা তোমার ;—
এই নীতি আদি নীতি, এই নীতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ !
সমতুল্য দ্বিতীয় তাহার—
আপনার মত ভাল বাসিবে প্রতিবাসীকে।
এই দুই নীতির উপর,
সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র, সমস্ত ধর্ম্মশিক্ষক,
করিতেছে সকলি নির্ভর।"

উপস্থিত শিষ্যগণে, সমাগত সমারোহে
কহিলেন যিশু অনন্তর—
"মুসার* আসনে, দেখ, বসিয়াছে যাজকেরা,
তাহাদের অন্ধ অনুচর !
শিক্ষা তারা দিবে যাহা, পালন করিও তাহা ;
কিন্তু করিও না কদাচন
তাহারা করিবে যাহা ; কারণ, জানিও, তারা
কহে যাহা, করেনা কখন।

---

* খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রচারক।

গুরুতর ভার তারা, মানুষের স্কন্ধোপরে
ক্লেশকর করিবে স্থাপিত।
নিজে তারা করিবেনা, চালাইতে সেই ভার,
একটী অঙ্গুলী সঞ্চালিত।
দেখাইতে মানুষেরে করে তারা কর্ম্ম, আর
করিবারে উদর পূরণ।
ভোজনে, কি দেবালয়ে, সর্ব্বত্র দেখিবে তারা
করে উচ্চ আসন গ্রহণ।
হাটে মাঠে চাহে তারা সর্ব্বত্রে সকলে মিলি
"প্রভো! প্রভো!" ডাকুক কেবল।
তোমাদের একমাত্র খৃষ্ট প্রভু অদ্বিতীয়;
ভ্রাতা মাত্র তোমরা সকল।
পৃথিবীর কোনো নরে, পিতা বলি তোমাদের
ডাকিও না তোমরা কখন,
তোমাদের এক মাত্র পিতা তিনি অদ্বিতীয়,
স্বর্গে তাঁর পবিত্র আসন।
তোমাদের মধ্যে বড় যেই জন, হইবে সে
তোমাদের ভৃত্য অনুগত,
যে ভাবে—'উন্নত আমি' নিশ্চয় সে হবে নত,
নত যে, সে হইবে উন্নত।

রে ধর্ম্মযাজকগণ! ওরে ভণ্ড নরাধম!
তোদের ঘটিবে পরিতাপ!
মানুষের স্বর্গদ্বার তোরাই করিস্ রুদ্ধ,
করিস্ রে স্বর্গ অপলাপ!
আপনি যাবিনা তোরা, তাদেরে ও নাহি দিবি
স্বর্গ রাজ্যে করিতে প্রবেশ;
রে ধর্ম্মযাজকগণ! ওরে ভণ্ড নরাধম!
তোদের ঘটিবে ঘোর ক্লেশ!
অনাথা বিধবাদের করিস্ সর্ব্বস্ব গ্রাস,
ধর্ম্মের করিয়া মিছা নাম।
এহেতু তোদের, ওরে! ঘটিবে অধিকতর
নরকেতে বাস অবিরাম।
একটি শিষ্যের তরে খুঁজিস্ সসিন্ধু ধরা,
যদি বা মিলিল একজন,
তাহাকে তোদের চেয়ে করিস্ দ্বিগুণতর
নরক-সন্তান, নরাধম!
রে ভণ্ড যাজকগণ! পাইবিরে পরিতাপ!
দিস্ যত তুচ্ছ উপহার;
দয়া, ভক্তি, ন্যায়, নীতি, করিস্ না কদাচিত্
ঈশ্বরের নামে অনুসার!

দিস্ উপহার তাহে নাহি ক্ষতি, কিন্তু বল
এ সবে কি নাহি প্রয়োজন ?
রে অন্ধ শিক্ষকগণ ! মশাটি গিলিতে কষ্ট,
কিন্তু উষ্ট্র করিস্ ভক্ষণ।
রে ধর্ম্মযাজকগণ ! ওরে ভণ্ড নরাধম !
তোদের ঘটিবে পরিতাপ !
তোদের ভোজনপাত্র বাহিরেতে পরিষ্কার,
অন্তরেতে পরিপূর্ণ পাপ !
রে ধর্ম্মযাজকগণ ! ওরে ভণ্ড নরাধম !
পরিতাপ পাবি ঘোরতর !
শ্বেত সমাধির মত, বাহিরে সুন্দর তোরা,
কদর্য্যেতে পূর্ণিত অন্তর।
তেমতি বাহিরে তোরা ধার্ম্মিক, পূর্ণিত কিন্তু
পাপ প্রবঞ্চনায় হৃদয়।
রে ধর্ম্মযাজকগণ ! ওরে ভণ্ড নরাধম !
পরিতাপ পাইবি নিশ্চয় !
ধর্ম্ম প্রচারকদের সমাধি নির্ম্মাণ করি,
কত মতে করিস্ সজ্জিত ;
কহিস্—এদেরে হত্যা পূর্ব্ববর্ত্তীদের মত
করিতি না তোরা কদাচিত।

থাক সাক্ষী, ইহাদেরে যাহারা করিল হত্যা,
তোরাই ত তাদের সন্তান,
ভুজঙ্গ! বৃশ্চিক-বংশ! নরক হইতে তোরা
কেমনে পাইবি পরিত্রাণ?
আমি যেই জ্ঞানীগণ, শিক্ষক, যাজকগণ,
প্রেরিব তোদের শিক্ষাতরে,
বধিবি তাদেরে তোরা, কিম্বা করি বেত্রাঘাত
তাড়াইবি নগরে নগরে।
মন্দিরে, বেদির আগে, পুণ্যাত্মাগণের তোরা
যত রক্ত করেছিস্ পাত,—
পূর্ব্ব পুরুষের পাপ পূর্ণ কর! এ পুরুষে
ঘটিবেক সে অভিসম্পাত!
হায়! হত রাজধানি! শিক্ষকগণেরে তুমি
কর হত্যা, প্রহার প্রস্তর।
কুক্কুট-জননী যথা করে নিজ পক্ষতলে
একত্রিত শাবকনিকর,
হায়! আমি কতবার চাহিয়াছি করিবারে
একত্রিত তোমার সন্তান!
কিন্তু কেহ আসিল না! ওই দেখ গৃহ তব
শূন্য আজি, যেন মরুস্থান!

যতদিন না কহিবে— 'ধন্য সে, প্রভুর নামে
আগমন করে যেই জন!'
আমি কহিতেছি শুন, ততদিন আর তুমি
পাইবে না মম দরশন।"

---

১৩ অধ্যায়।

মন্দির হইতে পুনঃ অলিভ পর্ব্বতে
করিলে গমন,
জিজ্ঞাসিল শিষ্যগণ—"কহ, তুমি পুনঃ
আসিবে কখন?
জগতের অন্ত যবে হইবে সাধিত,
কি লক্ষণ সেই কালে হবে প্রদর্শিত?"
"জাতিতে জাতিতে"—যিশু করিলা উত্তর—
"রাজ্যে রাজ্যে ঘটিবেক রণ ঘোরতর।
ভূমিকম্প, মারিভয়, দুর্ভিক্ষ, অনল,
ছাইবেক স্থানে স্থানে অবনীমণ্ডল।
তোমরা হইবে হত, স'বে অত্যাচার;
হইবে আমার তরে ঘৃণার আধার।
তবে সবে পরস্পরে হবে হিংসান্বিত,
করিবে বিশ্বাস ভঙ্গ, হইবে ঘৃণিত।

হবে লোক মিথ্যাধর্ম্মশিক্ষকে বঞ্চিত,
অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, প্রেম নির্ব্বাপিত ;
ধ্বংসের ঘৃণিত মূর্ত্তি যবে দেবালয়
বিরাজিবে, আসিবেন মানব-তনয়,—
পূরব আকাশে যথা হইয়া উদিত,
বিদ্যুৎ পশ্চিমাকাশ করে অলোকিত।
সে দারুণ বিপ্লবের অন্তে প্রভাকর
হইবে তিমিরাবৃত, নাহি দিবে কর
নিশানাথ, তারাগণ পড়িবে খসিয়া,
স্বর্গের শকতি সব উঠিবে কাঁপিয়া।
তখন আকাশে চিহ্ন হবে প্রদর্শিত
মানবের তনয়ের, হবে বিষাদিত
সমস্ত মানব জাতি। দেখিবে তখন—
মানব-তনয় গর্ব্বে করি আরোহণ
স্বর্গীয় মেঘের পৃষ্ঠে আসিছে আবার,
অতুল গৌরবান্বিত, শকতি-আধার!
সেই দিন, সেই দণ্ড নাহি জানে নর;
নাহি জানে স্বর্গবাসী—জানেন ঈশ্বর!
সতত প্রস্তুত থাক, এমন সময়,
জানিবে না, আসিবেন মানব-তনয়।

প্রভু আসি দেখিবেন যেই ভৃত্য তাঁর
কার্য্যরত, তাহাকে দিবেন পুরস্কার।
দেখিবেন যেই ভৃত্য স্বকার্য্য ভুলিয়া,
দুষ্কার্য্যে, আমোদে রত, তাহাকে কাটিয়া
প্রেরিবেন দুরাচার পাপীর সদন,
উঠিবে রোদনধ্বনি দন্তের ঘর্ষণ।
স্বর্গরাজ্য জানিও সে কন্যাদের প্রায়
দীপ হস্তে ছিল যারা বর-প্রতীক্ষায়।
বুদ্ধিমতী পাঁচজন দীপের সহিত
তৈলাধারে নিল তৈল করিয়া সঞ্চিত!
বুদ্ধিহীনা পাঁচজন, প্রদীপ কেবল
নিল সঙ্গে, না লইল তৈলের সম্বল।
বরের বিলম্ব দেখি শুইল সকল
নিশীথে আসিল বর, হলো কোলাহল।
যাদের ছিলনা তৈল গিয়াছে নিবিয়া
দীপাবলী, তৈল তরে চলিল ছুটিয়া।
অন্য পঞ্চ কন্যা তবে বরের সহিত
চলিল বিবাহে, দ্বার হইল রোধিত।
কহে অন্য পঞ্চ কন্যা আসিয়া আবার—
'প্রভু! প্রভু! আমাদেরে খুলে দেও দ্বার।'

উত্তরিল ফিরাইয়া বর মুখখানি—
'সত্য কহি তোমাদেরে নাহি চিনি আমি।'
থাক প্রতীক্ষায় তাই, মানব-তনয়,
নাহি জান, আসিবেন কেমন সময়।
স্বর্গরাজ্য জানিও সে প্রভুর মতন
যে গেল সুদূর দেশে করিতে ভ্রমণ।
এক ভৃত্যে পঞ্চমুদ্রা, দিলা অন্যে আর
দুই মুদ্রা, অন্যে এক, যথা শক্তি যার।
প্রথম, দ্বিতীয় করি বাণিজ্য মুদ্রায়
করিল দ্বিগুণ বৃদ্ধি; তৃতীয় ধরায়
রাখিল পুতিয়া সেই মুদ্রা আপনার।
স্বগৃহে ফিরিলে প্রভু, যাহা ছিল যার
দেখাইল ভৃত্যগণ। প্রথম দুজনে
কহিলেন প্রভু প্রীতিপ্রফুল্লিত মনে—
'উত্তম বিশ্বস্ত ভৃত্য! করিয়াছ বেশ,
প্রভুর আনন্দরাজ্যে করহ প্রবেশ।'
তৃতীয়ে কহিলা—'দুষ্ট! অলস! আমার
না করিলি ব্যবহার উচিত মুদ্রার।'
'কেড়ে লও মুদ্রা! আছে দশ মুদ্রা যার
কর সমর্পণ উহা করেতে তাহার!

যার আছে, সে পাইবে আরো, সমীচীন ;
যার নাই, সে হইবে আরো দীনহীন।
আঁধারে অকৃতি ভৃত্যে কর বিসর্জ্জন !
উঠিবে রোদনধ্বনি, দন্তের ঘর্ষণ !'
আসিলে মানব-পুত্র দেবের সহিত,
গৌরবের সিংহাসনে হবে অধিষ্ঠিত।
সমস্ত মানব জাতি হবে একত্রিত।
অজ মেষ করি বাম দক্ষিণে স্থাপিত
রাখালের মত, প্রভু কহিবেন তবে
দক্ষিণ পার্শ্বেতে স্থিত মেষপাল সবে—
'আসৃষ্টি হয়েছে যেই রাজ্য নিয়োজিত
তোমাদের তরে, তাহে হও অধিষ্ঠিত !
ক্ষুধাতুর যবে আমি, যোগালে আহার।
তৃষ্ণাতুর যবে, দিলে নীর সুধাসার।
অজানিত ছিনু আমি, করিলে গ্রহণ।
বস্ত্রহীন ছিনু যবে, যোগালে বসন।
ছিলাম পীড়িত যবে, সেবিলে আমায়।
ছিনু কারাগারে, দেখা করিলে তথায়।'
কহিল পুণ্যাত্মাগণ—'একি কথা হায় !
আমরা এরূপে কবে সেবিনু তোমায় ?'

কহিলেন প্রভু—'এক নিকৃষ্ট ভ্রাতার
করিয়াছ সেবা যবে, করেছ আমার।'
কহিবেন বাম পার্শ্ব স্থিত অজদলে—
'দূর হও নরকের অনন্ত অনলে!
ক্ষুধার্ত্ত ছিলাম আমি, দিলিনা আহার।
তৃষ্ণাতুর ছিনু আমি দিলিনা আসার।
অজানিত ছিনু, নাহি করিলি গ্রহণ।
বস্ত্রহীন ছিনু, নাহি যোগালি বসন।
ছিনু রুগ্ন, বন্দী, নাহি করিলি দর্শন।
কহিবে তাহারা—'প্রভু! একি কথা হায়!
কখন এরূপে নাহি সেবিনু তোমায়?'
কহিবেন প্রভু—'এক নিকৃষ্ট ভ্রাতার,
কর নাই সেবা যবে, করনি আমার।'
লভিবে অনন্ত দণ্ড ইহারা তখন।
লভিবেক পুণ্যাত্মারা অমর জীবন।"

---

১৪ অধ্যায়।

প্রধান যাচকগণ, অধ্যাপকগণ আর,
সর্ব্বোচ্চ যাচক গৃহে হইয়া মিলিত,

ভাবিতে লাগিল সবে, করিবে কি ষড়যন্ত্রে
যিশুর বিনাশ, নবধর্ম্ম বিলোপিত!

যিশুর দ্বাদশ শিষ্য, তাহাদের একজন *
যাজকগণের কাছে আসিয়া তখন
কহিল—'কি দিবে বল, আমি তোমাদের করে,
ধরি যদি কোনমতে যিশুকে অর্পণ?'
তখন হইল স্থির ত্রিংশৎ মুদ্রা মাত্র
পাবে সেই অবিশ্বাসী তার পুরস্কার।
খুজিতে লাগিল পাপী সুযোগ সে দিন হ'তে,
শত্রু হাতে সমর্পণ করিতে তাঁহায়।

জুডিয়ার পর্ব্ব এক হলো এবে উপস্থিত,
কহিলেন শিষ্যগণে—প্রবেশি নগরে,—
"কহ কোনো গৃহস্থেরে, উত্তীর্ণ আমার কাল,
কাটাব উৎসব শিষ্য সহ তার ঘরে।"
সেরূপ হইল স্থির, আসিল উৎসব-সন্ধ্যা,
বসিলেন শিষ্যসহ করিতে আহার।

উৎসর্গ করিয়া রুটী, ভাঙ্গি শিষ্যগণে দিয়া
কহিলেন—"খাও! ইহা শরীর আমার!'

---

* জুডাস্ ইস্কেরিয়াট।

লইলেন পানপাত্র, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
করি বহু, কহিলেন—"কর সবে পান
নবধর্ম্মে মম রক্ত! ইহা হইতেছে পাত,
পায় যেন বহু নর পাপে পরিত্রাণ।
আমি কহিতেছি শুন, আমার পিতার রাজ্যে
যতদিন ইহা আমি নাহি করি পান
তোমাদের সনে, বৎস! এই দ্রাক্ষ্যা-রস আর
করিবনা পান আমি, গাও বিভু-গান!"
সকলে গাইল গীত, উৎসব হইল শেষ,
অলিভ পর্ব্বতে পুনঃ করিয়া গমন
কহিলা—"আমার প্রতি আজি এই নিশাকালে
হইবে বিরক্ত সবে।" 'পিটার' তখন
কহিল—"সমস্ত লোক হয় যদি, আমি নাহি
হবো কদাচিত্।" যিশু কহিলা তাহায়—
"এ রাত্রি, কুক্কুট নাহি ডাকিতে, নিশ্চয় তুমি
তিনবার অস্বীকার করিবে আমায়।"
পিটার কহিল—"আমি মরি যদি তব সনে,
তথাপিও করিবনা আমি অস্বীকার।"
কহিল সকল শিষ্য সেইরূপ; গিয়া তবে
স্থানান্তরে কহিলেন শিষ্যে পুনর্ব্বার—

"তোমরা এখানে থাক, আমি গিয়া ওইখানে
নিরজনে উপাসনা করি একবার।"
পিটার সহিত তিন শিষ্য মাত্র নিলা সঙ্গে,—
চিত্ত চিন্তাভারাক্রান্ত, বিষাদ-আধার।
কহিলেন তাহাদেরে— "মৃত্যুর ছায়ার মত
ঘোরতর বিষাদের ছায়া অন্ধকার,
আমার হৃদয় আজি ছাইয়াছে, বৎসগণ!
তোমরা এখানে থাক প্রহরী আমার।"
গিয়া কিছু দূর তবে প্রণত হইয়া ভূমে
কহিলেন—"পিতঃ মম! যদি সম্ভাবিত,
এ বিষাদ-পাত্র মম,— মম ইচ্ছামতে নহে,—
তব ইচ্ছা হয় যদি, কর অপনীত!"
শিষ্যত্রয় নিদ্রাগত; কহিলেন—"পারিলেনা
পিটার! একটি ঘণ্টা জাগিতে কেবল?
জাগ, কর উপাসনা, লোভে যেন নাহি পড়;
আত্মার ত ইচ্ছা, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল!"
কিছু দূরে গিয়া পুনঃ করিলেন উপাসনা—
"পিতঃ মম! আমি ইহা না করিলে পান,
যদি এই পাত্র কভু নাহি হয় অপনীত,—
হে পিতঃ! হউক পূর্ণ তব মনস্কাম!"

ফিরি দেখিলেন পুনঃ নিদ্রাগত শিষ্যগণ,
আবির্ভূত ঘোর নিদ্রা তাদের নয়নে।
ছাড়িয়া তাদেরে গিয়া করিলেন উপাসনা
সেরূপে তৃতীয়বার বসি নিরজনে।
ফিরি আসি অনন্তর কহিলেন শিষ্যগণে—
"নিদ্রা যাও, কর দূর শ্রান্তি যথোচিত!
উত্তীর্ণ হয়েছে কাল, মানব-তনয় দেখ,
হইয়াছে পাপীদের করে সমর্পিত।
উঠ, কর পলায়ন! ওই দেখ উপস্থিত,
আমাকে যে শত্রুকরে করিল অর্পণ।"
কহিতে কহিতে কথা, আসিল সে শিষ্য তথা,
যষ্টি তরবারি করে বহু লোকগণ।
তখন নিকটে আসি বিশ্বাসঘাতক শিষ্য,
কহি—"জয়! জয় প্রভু!" চুম্বিল চরণ।
যিশু কহিলেন—"ভাই! কেন আসিয়াছ বল?"
লোকেরা ধরিয়া তাঁকে চলিল তখন।
যিশুর পক্ষীয় কেহ নিষ্কাশিত করি অসি,
যাজকের ভৃত্য একে করিয়া প্রহার,
কাটিয়া ফেলিল কাণ যিশু কহিলেন তাকে—
"কোষে রাখ তুমি ভাই, অসি আপনার।

যাহারা ধরিবে অসি, মরিবে অসির সহ ;
মনে কি কর না তুমি আমি এইক্ষণ
চাহিলে পিতার কাছে, দ্বাদশ স্বর্গীয় সৈন্য
করিবেন তিনি এই মুহূর্ত্তে প্রেরণ ?"
কহিলেন লোকগণে— "যষ্টি তরবারি সহ
ধরিবারে তস্কর কি আসিলে হেথায় ?
বসি সঙ্গে মন্দিরেতে নিত্য দিনু শিক্ষা আমি,
কেহ ত তখন নাহি ধরিলে আমায় ?"
প্রধান যাজক গৃহে, অধ্যাপকগণ সহ
সমবেত প্রাচীনেরা, নিল সেই স্থান
যিশুকে ধরিয়া বলে ; চলিল পিটার পিছে,
বসি ভৃত্যদের মাঝে দেখে পরিণাম।
ছিল বহু মিথ্যা সাক্ষী, কেহ নহে অগ্রসর,
অবশেষে অন্বেষণে মিলিল দুজন।
কহে তারা—"এই ব্যক্তি মন্দির করিয়া ধ্বংস
বলেছিল তিন দিনে করিবে সৃজন।"
প্রধান যাজক উঠি কহে—"কেন নিরুত্তর ?
কি কহে ইহারা ?" যিশু মৌন ভাবে রয়।
আবার যাজক কহে— "ঈশ্বরের নামে আমি
জিজ্ঞাসি—তুমি কি খৃষ্ট, ঈশ্বর-তনয় ?"

উত্তর করিলা তবে যিশু—"কহিয়াছ তুমি।
আমি কহি, অনন্তর করিবে দর্শন
মানব-তনয় বসি শক্তির দক্ষিণ পার্শ্বে
আসিতে স্বর্গীয় মেঘে করি আরোহণ।"
কহিল যাজক ক্রোধে, অঙ্গের বসন ছিঁড়ি—
"করিয়াছে দেবনিন্দা করিলে শ্রবণ!
সাক্ষীর কি প্রয়োজন? কি দণ্ড করিবে বল?"
"প্রাণদণ্ড"—উত্তরিল তাহারা তখন।
তখন সকলে মিলি, থুথু দিল মুখে তাঁর,
পাপীগণ নানামতে করিয়া প্রহার,
কহিল বিদ্রূপ করি— "কহ খৃষ্ট! ভবিষ্যত;
কহ কে মারিল চড় পৃষ্ঠেতে তোমার?"
পিটার বাহিরে বসি; তথা এক নারী আসি
কহিল—"যিশুর সঙ্গে দেখেছি ইহায়।"
পিটার তাদের কাছে অস্বীকার করি কহে—
"নাহি জানি এইরূপ কেন কহ হায়!"
গেলে বহির্দ্বারে পুনঃ আসিয়া রমণী অন্য
কহিল—"যিশুর সঙ্গে দেখেছি ইহায়।"
শপথ করিয়া তবে অস্বীকার করি পুনঃ
কহিল পিটার—"আমি চিনিনা তাঁহায়।"

গেলে চলি কিছু দূর, কহিল পথিকগণ,—
"কথায় পড়েছে ধরা, এও একজন।"
কহে পুনঃ দিব্য করি—"না চিনি তাহাকে আমি।"
ভাসিল রজনীশেষে কুক্কুট-কূজন।

---

১৫ অধ্যায়।

প্রভাতে যাজকগণ, করিয়া বন্ধন,
শাসনকর্ত্তার * হস্তে করিল অর্পণ।
বিশ্বাসঘাতক শিষ্য দেখি পরিণাম,
অনুতাপে ত্রিংশ মুদ্রা করি প্রতিদান,
কহিল—"বিশ্বাস-ঘাতী আমি পাপাধম,
করিয়াছি নির্দ্দোষীকে বিপদে অর্পণ।"
যাজকেরা কহে—"তাহে আমাদের ক্ষতি
আছে কিবা? দেখ তুমি তোমার সদ্গতি।"
ফেলাইয়া দিয়া মুদ্রা, গিয়া দুরাচার
উদ্বন্ধনে আত্মপ্রাণ করিল সংহার।
কহে যাজকেরা—"করা কোষেতে সঞ্চয়
এই মুদ্রা,—রক্তমূল্য—নীতিসিদ্ধ নয়।"

---

* পন্‌টিয়াস্ পাইলেট্।

পরামর্শ অন্তে, তাহে হয়ে ভূমি ক্রীত,
বিদেশীর সমাধিতে হলো নিয়োজিত,—
রক্তভূমি নামে তাহা এখনো বিদিত।
শাসনকর্ত্তার আগে দাঁড়াইয়া স্থির—
জিজ্ঞাসিলা দণ্ডদাতা—"ইহুদি জাতির
তুমি কি নৃপতি?" যিশু করিলা উত্তর—
"কহিয়াছ তুমি।" জিজ্ঞাসিলা অতঃপর—
"কি কহিছে যাজকেরা?" যিশু নিরুত্তর।
হইলা শাসনকর্ত্তা বিস্মিত অন্তর।
বিচার আসনে তবে বসিলা যখন,
করিলা তাঁহার ভার্য্যা সংবাদ প্রেরণ।—
"দেখেছি কুস্বপ্ন আমি, করোনা কখন
সেই ধার্ম্মিকের এক কেশ পরশন।"
এ উৎসবে প্রজাদের ইচ্ছায় ভূপালে
একজন বন্দী মুক্ত করিত সে কালে।
আনিয়া তস্কর এক জিজ্ঞাসে তখন—
"যিশুকে, কি তস্করকে, করিবে মোচন?"
দুরাত্মা যাচকদের কথায় তখন
কহিল সকলে—"কর যিশুকে নিধন।"
বিচারক তস্করকে করিয়া মোচন,

করিলা যিশুকে 'ক্রুশ' শূলে সমর্পণ।
কক্ষান্তরে নিয়া কাড়ি অঙ্গের বসন,
পরাইল রক্তবাস মিলি সৈন্যগণ।
কাঁটার মুকুট গড়ি দিয়া শিরোপর,
করে দিয়া তৃণযষ্টি, যতেক পামর
জানু পাতি ভূমে কহে উপহাস করি—
"দেখ ইহুদির রাজা! কি শোভা আ মরি!"
অঙ্গে দিল থুথু সবে, কেড়ে নিয়া তাঁর
করের সে যষ্টি, শিরে করিল প্রহার।
এইরূপে উপহাস করি কিছুক্ষণ
কাড়িয়া লইল পুনঃ আরক্ত বসন।
পরাইয়া পুনর্ব্বার আপন বসন
নিল ধরি, ক্রুশ শূলে করিল অর্পণ।
বধ্যভূমে পিপাসায় হইলে কাতর,
দিল তিক্তমিশ্র 'সির্কা' নিষ্ঠুর বর্ব্বর।
পাপীরা তাঁহাকে শূলে করিয়া অর্পণ,
লইল বণ্টক করি অঙ্গের বসন।
লিখে দিল অপবাদ মস্তক উপরে—
"যিশু, ইহুদির রাজা" উপহাস ক'রে।
দক্ষিণে ও বামে তাঁর তস্কর যুগল

দিল শূলে সেই সঙ্গে। নেত্র ছলছল
"ক্ষমা কর,"—কহে যিশু চাহি ঊর্দ্ধ পানে—
"কি করে ইহারা, পিতঃ! কিছুই না জানে।"
পথিক যাইতে করি গালি বরিষণ,
উপহাস করি করে জিজ্ঞাসা—"কেমন
মন্দির করিয়া ধ্বংস নির্ম্মাতে আবার
পার তিন দিনে, কর রক্ষা আপনার।
ঈশ্বরের পুত্র যদি, আইস নামিয়া।"
প্রধান যাজকগণ কহিল হাসিয়া—
"করিলেন ত্রাণ পর, কিন্তু আপনার
করিবারে পরিত্রাণ, নাহি সাধ্য তাঁর।
ইহুদির রাজা যদি, নামিয়া এখন
আসুন, বিশ্বাস সবে করিব তখন।
ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্, ঈশ্বর-তনয়!
ঈশ্বর করুন্ রক্ষা দেখি এ সময়।"
দুই পার্শ্বস্থিত সেই যুগল তস্কর,
তাহারাও দিল গালি মুখের উপর।
অতঃপর ষষ্ঠ ঘণ্টা হইতে নবম
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল ভুবন।
কহিলা নবমে যিশু কাঁদি উভরায়—

"হা নাথ! হা নাথ! কেন ত্যজিলে আমায়?"
কহিল দর্শকগণ শুনি হাহাকার,—
"দেখি আসে কি না, নাম করিছে যাহার।"
তিক্ত বারি সিক্তবস্ত্র করিয়া স্থাপন
যষ্টি অগ্রে, দিল মুখে কোন নরাধম।
দ্বাত্রিংশ বয়সে পুনঃ কাঁদি উভরায়
সেইরূপ, প্রাণত্যাগ করিলেন হায়!
মন্দিরের যবনিকা হলো বিদারিত,
গিরি চূর্ণ, বসুন্ধরা হইল কম্পিত।
কহিল দর্শকগণ ভয়ে প্রকম্পিত—
"ঈশ্বরের পুত্র এই বুঝিনু নিশ্চিত।"
ধনী এক শিষ্য আসি মাগি কলেবর
নির্ম্মল বসনে তাহা করি আচ্ছাদিত,
এক শৈল কক্ষে তাহা করিয়া রক্ষিত,
স্থাপিল প্রবেশদ্বারে প্রকাণ্ড প্রস্তর।
কেবল রমণী দুটি রহিল বসিয়া
তিতিল প্রস্তর নারী-শোকাশ্রু ঝরিয়া।
রবিবার নিশি শেষে দেখিল রমণী
ঘোরতর ভূমিকম্পে কাঁপিছে মেদিনী।
স্বর্গ হ'তে দেবদূত নামি একজন

সরায়ে উপলখণ্ড, করিল আসন।
বিদ্যুতপ্রতিম জ্যোতিঃ অঙ্গে ঝলঝল,
পরিধেয় বস্ত্র শোভে তুষার ধবল।
কহিলেন—"চেয়ে দেখ রমণীযুগল,
যিশু গিয়াছেন স্বর্গে, শূন্য কক্ষতল।"
একাদশ শিষ্যগণ আকুলহৃদয়
নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতে এক লইল আশ্রয়।
কহিলা তথায় যিশু দিয়া দরশন—
"পাইয়াছি সর্ব্বশক্তি আমি, শিষ্যগণ!
পিতা, পুত্র, পরমাত্মা নামেতে দীক্ষিত
করিয়া মানবজাতি, কর প্রচারিত
মম শিক্ষা; যতদিন রবে চরাচর,
তোমাদের সঙ্গে আমি রব নিরন্তর।"

সূচনা।

সকল ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি অবতারবাদ। ঈশ্বরের পুত্রই বল, আর ঈশ্বরের দূতই বল, সকলই ঈশ্বর হইতে অবতীর্ণ, সকলেই ঈশ্বরের অবতার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণোক্ত অবতার-তত্ত্ব এইরূপঃ—

যখন যখন ঘটে, ভারত! ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি।
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের,
করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ।

গীতা ৪—৭।৮

ভগবান শ্রীখৃষ্টোক্ত অবতার-তত্ত্ব এইরূপ—

"জাতিতে জাতিতে"—যিশু করিলা উত্তর—
রাজ্যে রাজ্যে, ঘটিবেক রণ ঘোরতর।
ভূমিকম্প, মারিভয়, দুর্ভিক্ষ্য অনল
ছাইবেক স্থানে স্থানে অবনী মণ্ডল।
তোমরা হইবে হত, স'বে অত্যাচার,
হইবে আমার তরে ঘৃণার আধার।

তবে নর পরস্পরে হবে হিংসান্বিত,
করিবে বিশ্বাস ভঙ্গ, হইবে ঘৃণিত।
হবে লোক মিথ্যাধর্ম্ম-শিক্ষকে বঞ্চিত,
অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, প্রেম নির্ব্বাপিত।
ধ্বংসের ঘৃণিত মূর্ত্তি যবে দেবালয়
বিরাজিবে, আসিবেন মানব-তনয়।"

মেথু, ২৪ অ ৭—২৭।

অতএব কৃষ্ণোক্তি ও খৃষ্টোক্তিতে কিছুই বিভিন্নতা নাই। কই, ইহাতে এমন ত কিছু নাই যে কৃষ্ণোক্ত অবতার কেবল ভারতবর্ষে এবং খৃষ্টোক্ত মানব-তনয় কেবল ইহুদি দেশে জন্ম গ্রহণ করিবেন। এতৎ সম্বন্ধে মহম্মদের মত কি জানিনা। বোধ হয় তিনিও এমন কিছু বলেন নাই যে ঈশ্বরের দূত কেবল আরব দেশেই আবির্ভূত হইবেন। কৃষ্ণ এবং খৃষ্ট উভয়েরই মতে যখন যেখানে ধর্ম্মের অধঃপতন এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিবে, তখন সেখানে ঈশ্বরের অবতার জন্ম গ্রহণ করিয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতদিগের বিনাশ সাধন করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। ঠিক এরূপ অবস্থাতেই বর্ত্তমান জগতের ধর্ম্মগুরু সকল—কৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব ভারতে, খৃষ্ট ইহুদি দেশে, মহম্মদ আরবে এবং চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা যে কেন এই মহাপুরুষদিগকে ঈশ্বরের অব-

তার বলিয়া মানিবেন না, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। অন্ধ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানবের এই এক ভ্রান্তিতেই জগত আজি পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এই এক ভ্রান্তি নিবন্ধনই পৃথিবী কতবার নরশোণিতে প্লাবিত হইতেছে, এবং ধর্ম্ম কি ঘোরতর অধর্ম্মে পরিণত হইতেছে! হায়! ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ কি, মানুষ কি তাহা কখনই বুঝিবে না?

যদি কিঞ্চিন্মাত্রও কেহ বুঝিয়া থাকে তবে ভারতীয় আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বীরা। ইহাঁদের ধর্ম্মের একটী আদি মন্ত্র—

"যে যথা আমাকে চাহে, তাকে তথা ভজি আমি।
পার্থ! সর্ব্বরূপে নর মম পথ অনুগামী।"

গীতা ৩—১১।

তাঁহারা কোন ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্মমত অনুসরণ করেন না। অতএব তাঁহাদের ধর্ম্মের নাম নাই। তাহার একমাত্র প্রকৃত নাম মানব-ধর্ম্ম। সত্যই ইহার প্রাণ, মনুষ্যত্ব ইহার লক্ষ্য। মনস্বী মানব মাত্রই ইহার শিক্ষক, সর্ব্ব অবস্থার মানবই ইহার অধিকারী। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সকলেরই মনুষ্যত্বপথে অগ্রসর হইবার জন্য অবস্থানুযায়ী সোপানশ্রেণী নিয়োজিত রহিয়াছে। বৃষ্ণোক্ত অবতার তত্ত্বানুসারে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য সকলই আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদের কাছে অবতার স্বরূপ পূজনীয়।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমি মেথু প্রণীত খৃষ্ট-মাহাত্ম্য

হইতে সংক্ষেপে খৃষ্টদেবের সরল ভক্তিপ্রাণ জীবনী ও ধর্ম্ম উদ্ধৃত, ও কবিতায় অনুবাদিত, করিয়া প্রকাশ করিলাম। অবশিষ্ট ধর্ম্মগুরু চতুষ্টয়ের এরূপ জীবনী প্রকাশ করিবার আশা রহিল। তাহা পূর্ণ হইবে কি না তাঁহারাই জানেন।

খৃষ্ট

খৃষ্ট

শ্রীনবীন চন্দ্র সেন
প্রণীত।

কলিকাতা
সান্যাল এণ্ড কোম্পানী।
১২৯৭ সন।

কলিকাতা
৪৬নং পঞ্চাননতলা লেন, ভারত-মিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নির্ম্মাল্য।

"যেন ক্ষুদ্র শিশুদের আসিতে নিকটে মন,
স্বর্গরাজ্য তাহাদের, যারা ক্ষুদ্র শিশু সম।"
(মথি ১৯, ১৪)

বঙ্গ-শিশুদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ

আমার পুত্রপ্রতিম

স্নেহাস্পদ ভাগিনেয়

শ্রীমান্ কামিনীকুমুদ সেনের

কোমল করে

স্নেহমাখা এই পবিত্র নির্ম্মাল্য

অর্পণ করিলাম।

নবীন।